ফিতরা

প্রারম্ভিক কথাঃ রমজানের শেষের দিকে ঈদকে কেন্দ্র করে গরীব দুঃখীদের খাদ্য সহায়তা দেয়া মুসলিম সমাজে প্রচলিত এক চিরাচরিত রীতি। রাসূল সাঃর যুগ থেকে এই রীতি কার্যকর হয়ে আসছে এবং স্বয়ং রাসূল সাঃ এর প্রচলন করেছেন। খাদ্য সহায়তা ও খাদ্য বিতরণের এই প্রচলন আমাদের সমাজে ফিতরা নামে খ্যাত। কেউ কেউ ইহাকে ফিতরানা ও বলে থাকেন। হাদীছে বলা হয়েছে "যাকাতু-ল-ফিতর"। বর্নিত হচ্ছে...

عن ابن عمر قال :فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر،والذكر والأنثى ،والصغير والكبير من المسلمين) «رواه الستة وأحمد بن حنبل في مسنده

ইবন উমর রাঃ বলেছেনঃ আজাদ, দাস, পুরুষ, নারী, ছোট, বড় সকল মুসলিমের উপর "যাকাতু-ল-ফিতর" হিসাবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' বার্লি নির্ধারন করে দিয়েছেন রাসূল সাঃ। (হাদীছের ৬টি প্রসিদ্ধ কিতাবেই হাদীছটি বর্নিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদেরও হাদীছ বর্নিত আছে।)

যাকাতু-ল-ফিতর পরিচিতিঃ যাকাত অর্থ পবিত্র করা আর ফিতর অর্থ রোজা ভঙ্গ করা। রমজানে পূর্ন এক মাস রোজা পালনের পর ঈদের দিনে আমরা রোজা ত্যাগ করি, আরবীতে ইহাকে বলা হয় "ফিতর" তথা রোজা ভঙ্গ করা এবং এই ঈদকে বলা হয় "ঈদ আল-ফিতর" বা রোজা ভঙ্গের উৎসব।

রোজা অবস্থায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায়। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র করে রোজার পূর্ন ফজিলত ও বরকত হাসিল করার এবং গরীব দুখিদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে ঈদের উৎসবে শামিল করার জন্য রাসূল সাঃ ঈদের আগে গরীব দুখিদের মাঝে খাদ্য বিতরণের যে প্রচলন করেছেন ইহাকেই বলা হয় "যাকাতু-ল-ফিতর"।

ফিতরার মাহাত্বঃ আমরা খাদ্য পানীয় ও যৌন সঙ্গম থেকে রোজা (সংযম) পালন করি। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকলেই আমাদের রোজা হয়ে যায়। তাই রোজা রেখেও আমরা কথা বলতে পারি। আমাদের জন্য ইহাই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।
কিন্তু আগেকার কোনো কোনো জাতি কথা থেকেও রোজা পালন করত। অর্থাৎ রোজা অবস্থায় কথা বলাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ইরশাদ হচ্ছে..

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا(22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا(23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا(24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا(26)

মারইয়াম (রাতেই) গর্ভবতি হয়ে (মসজিদ থেকে ৪ মাইল) দূরে চলে গেল। (বাইত লেহেম নামক স্থানে আসার পর) প্রসব বেদনা শুরু হলে খেজুর মূলে ভর দিল (গর্ভ ও প্রসব হয়ে গেল অল্প সময়ে -জালালাইন। মারইয়াম ভাবলঃ মানুষ এই সন্তানকে সহজ ভাবে মেনে নেবে না। তাই মনে মনে) বললঃ হায় হায়! আমি যদি মরে যেতাম, যদি চির তরে (মানুষের স্মৃতি থেকে) মুছে যেতাম। (যে স্থানে প্রসব হয়েছে এর) নিম্ন দিক থেকে (ফিরিস্তা) ডেকে বললঃ দুঃখ কর না, নিম্ন দিকে (চেয়ে দেখ) প্রভূ তোমার জন্য প্রবাহিত করেছেন পানির নহর। (মারইয়াম চেয়ে দেখলেনঃ নিম্ন ভূতিতে প্রবাহিত হচ্ছে স্বচ্ছ পানি। জিবরাঈল আঃ বললেন) খেজুর শাখা ধরে নাড়া দাও, পরিপক্ক খেজুর ঝরতে থাকবে। (মারইয়াম আঃর ক্ষীধে

পেয়ে ছিল। তিনি খেজুর শাখা ধরে নাড়া দিলেন। মরা গাছ থেকে ঝরতে লাগল তরতাজা খেজুর। জীবরাঈল আঃ বললেনঃ খেজুর) খাও, (পানি) পান কর আর (সন্তানকে দেখে) চক্ষু শীতল কর। কোনো মানুষ দেখলে (ইশারায়) বলবেঃ আমি প্রভূর নামে রোজা রেখেছি, আজ মানুষের সাথে কথা বলব না। (১৯ মারইয়ামঃ ২২-২৬)

রোজা অবস্থায় কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হলে আমাদের অনেক কষ্ট হত। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন। তিনি আমাদেরকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। কথা বলা অনুমোদিত হলেও রোজা অবস্থায় মন্দ কথা ও মন্দ কাজ থেকে আমাদের সাবধান করা হয়েছে। বর্নিত হচ্ছে..

1804.حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (রোজা রেখেও) মন্দ কথা ও মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারল না; আল্লাহর কাছে তার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করার কোনো মূল্য নেই। (বুখারীঃ অধ্যায়ঃ সাওম, হাদীছ নঃ ১৮০৪)

আসল ব্যাপার হলঃ রোজা অবস্থায় মন্দ কথা বা মন্দ কাজ করলে রোজার ফজিলত ও কল্যাণ অর্জিত হয় না। যদিও ফরজ আদায় হয়ে যায় বলে ফক্বীহগণ মতামত দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা কি আমাদের যবানকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারি..? আমার মনে হয় পারি না। স্বভাব গত ভাবেই আমরা মন্দ কথা ও মন্দ কাজে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কখন যে এসব করে ফেলি অনেক সময় বুঝতেও পারি না। এসবই আমাদের স্বভাবজাত ত্রুটি বিচ্যুতি।

আমাদের রোজাকে এসব ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র করনের জন্য আল্লাহর অনুমোদনে রাসূল সাঃ ঈদের আগে গরীব দুখিদের মাঝে খাদ্য বিতরণের প্রচলন করেছেন। যেন আমরা রোজার ফজিলত পরিপূর্ন ভাবে অর্জন করতে পারি এবং রোজার কল্যাণ হাসিল করতে পারি। এতে গরীব অসহায় লোকজনও কমপক্ষে একদিনের খাবার পাবে এবং আনন্দ চিত্তে ঈদের উৎসবে শামিল হতে পারবে। বর্নিত হচ্ছে..

عن ابن عباس قال :فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات «رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وصححه الحاكم

ইবন আব্বাস রাঃ বলেনঃ রোজাদারের রোজাকে অবাঞ্ছিত ও মন্দ থেকে পবিত্র করার মাধ্যম এবং গরীব দুখিদের খাদ্য সহায়তা হিসাবে রাসূল সাঃ “যাকাতু-ল-ফিতর” নির্ধারন করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি (ঈদ) সালাতের আগে ইহা আদায় করল সে গ্রহণ যোগ্য যাকাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি (ঈদ) সালাতের পর আদায় করল সে সাধারন অনুদান দিল। (আবু-দাউদ, ইবন মাজা সহ আরো কয়েকটি কিতাবে হাদীছটি বর্নিত হয়েছে। হা’কীম বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ)

ফিতরার পরিমাণঃ উপরের হাদীছে বর্নিত হয়েছেঃ ফিতরা দিতে হবে এক সা’ খেজুর বা বার্লি। সা’ রাসূল সাঃর সময়ের একটি পরিমাপ। এক সা’ সমান আমাদের বর্তমান হিসাবে প্রায় ৩ কিলো গ্রাম। অন্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় রাসূল সাঃ গম, আটা, কিসমিস, ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য দিয়েও “যাকাতু-ল-ফিতর” অনুমোদন করেছেন।

রাসূল সাঃর সময়ে আটা বা ময়দা দিয়েও ফিতরা আদায় করা হত। তখন যেহেতু আটা বা ময়দা দুর্লভ ছিল তাই এর দাম ছিল খুব বেশী। এজন্য তখন আটা বা ময়দা দিলে অর্ধ সা' (দেড় কেজি) পরিমান দেয়া হত।

একটি পরামর্শঃ "যাকাতু-ল-ফিতর" আসলে খাদ্য সহায়তা। রাসূল সাঃর সময়ে ফিতরা বিতরণ কালে নগদ অর্থ দেয়া হত না। শুধু খাদ্য দ্রব্য দেয় হত। তাই ফিতরা আদায়ে খাদ্য বিতরণই সুন্নতের হুবহু অনুকরণ।

তবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরের সুবিধার্থে খাদ্যকে অর্থে রূপান্তরিত করে ফেলা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বিতরণ কালে এই অর্থ দিয়ে খাদ্য কিনে বিতরণ করলে আমার মনে হয় সুন্নতের অনুকরণই হবে।

ভুল সংশোধনঃ আমাদের সমাজে একটি ভুল প্রথা প্রচলিত হয়ে গেছে। অর্ধ রমজানের পর লোকজন হুজুরদের কাছে জানতে চায় এবারের ফিতরা কত? হুজুররাও বলে দেন এবারের ফিতরা এতো। এক্ষেত্রে আমাদের হুজুরগণ দেড় কেজি আটার হিসাব করে একটা পরিমান নির্ধারন করে দেন। এই হিসাব ফিতরার সর্বনিম্ন হিসাব।

এই হিসাবের মাধ্যমে ধনীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় আর গরীবের অধিকার খর্ব করা হয়। অথচ এসব ব্যাপারে হিসাবের নিয়ম হচ্ছে গরীবের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। আমাদের সমাজে ফিতরার হিসাবে গরীবের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হলে খেজুর অথবা কিসমিসের হিসাব করতে হবে। যেমনঃ

- দেড় কেজি আটার দাম হিসাব করলে ফিতরা হবে জন প্রতি ৬০ থেকে ৯০ টাকা,
- তিন কেজি খেজুর হিসাব করলে ফিতরা হবে জন প্রতি ৬০০ - ১০০০টাকা
- তিন কেজি কিসমিস হিসাব করলে ফিতরা হবে জন প্রতি ১২০০ - ১৫০০ টাকা, ইত্যাদি।

আমরা জন প্রতি কি পরিমাণে ফিতরা দেব ইহা নির্ধারন করাই আছে। রাসূল সাঃ স্বয়ং ইহা নির্ধারন করে দিয়েছেন। কোনো হুজুরকে বা অন্য কাউকে ফিতরা নির্ধারনের সুযোগ বা ক্ষমতা দেয়া হয়নি।
আলীম সমাজের দায়িত্ব রাসূল সাঃর নির্ধারিত পদ্ধতি মানুষকে জানিয়ে দেয়া এবং শিখিয়ে দেয়া। যাতে করে মানুষ নিজেই নিজের হিসাব করতে পারে। প্রয়োজনে আলীমগণ হিসাব করতে মানুষকে সাহায্য করতে পারেন। এরচেয়ে বেশী কিছুই নয়।

ফিতরার ফিক্বহী বিধানঃ হানাফী ফিক্বহ মতে ফিতরা দেয়া ওয়াজিব আর অন্য মতে ফরজ।

ফিতরা কার উপর ফরজ /ওয়াজিব হয়?

- হানাফী মতে বিবেক সম্পন্ন যে মুসলিম পুরুষ বা নারীর ঈদের দিন সকালে যে কোনো ধরনের সম্পদের সমষ্টি দুই শত দিরহাম (৬১২.৩৬ গ্রাম রূপা) সম মূল্যের হবে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে।

- অন্য ফিক্বহ মতে ঈদের দিন সকালে বিবেক সম্পন্ন যে মুসলিম পুরুষ বা নারীর কাছে তার নিজের এবং তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য এক দিনের খাবার এবং ফিতরা দেবার মত খাদ্য মজুত থাকে তার উপর ফিতরা ফরজ হবে।

ফিতরা দেয়া কার দায়িত্ব?

বিবেকবার বালিগ মুসলিম পুরুষ বা নারী তার নিজের এবং তার উপর নির্ভর শীল অন্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে।

ফিতরা কি দিয়ে দেবে?

প্রত্যেক এলাকার মানুষ ফিতরা হিসাবে তাদের এলাকার প্রধান খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করবে। প্রতি এক জনের পক্ষ থেকে ৩ কেজি পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য ফিতরা হিসাবে আদায় করবে। ইমাম ইবনু-ল-ক্বাইয়্যুম বলেছেনঃ ইহাই জামহুর (এক দুইজন ছাড়া প্রায় সকল) উলামার মত।

ফিতরা কখন দেবে?

ফিতরা ঈদের দিন ঈদ সালাতে বের হবার আগে আদায় করতে হয়। তবে

- ইমাম মালিক ও আহমদ রাহিঃর মতে ঈদের ১/২ দিন আগে দিলেও আদায় হয়ে যাবে।
- ইমাম শাফী রাহিঃর মতে রমজানের শুরুতে দিলেও আদায় হয়ে যাবে।
- ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে রমজানের আগে দিলেও আদায় হয়ে যাবে।
- ফিতরা আলাদা করার সময়ে বা আগে দিয়ে দিলে দেবার সময়ে নিয়ত করতে হবে।
- ঈদ সালাতের আগে ফিতরা আদায় না করলে পাপ হয়। তাই পরে আদায় করতে হবে, সাথে তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে হবে।

ফিতরা কখন ওয়াজিব হয়ঃ

- ইমাম আহমদ, ইসহাক ও মালিক রাহিঃর মতে ঈদের আগের রাতে সূর্যাস্তের পর ফিতরা ওয়াজিব হয়।
- ইমাম আবু-হানিফাহ রাহিঃর মতে ঈদের দিন ফজরের সময়ে ফিতরা ওয়াজিব হয়।
- ইমাম শাফিয়ী' রাহিঃ থেকে দুটি মত পাওয়া যায়।

ফিতরা কাদের দিতে হয়?

যাদের যাকাত দেয়া যায় তাদের ফিতরা দেয়া যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির কাছে ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার সম মূল্যের অর্থ বা সম্পদ সঞ্চিত নেই তাদেরকে যাকাত বা ফিতরা দেয়া যাবে।

লেখক..
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, লেখক, গবেষক।